বউয়েরা যেমন হয়েথাকে

ইমানুল হক

প্রচণ্ড জ্যামে কষ্ট পাচ্ছিলত্তম। ধোঁয়া ঢুকেযাচ্ছিল ফুসফুসের ভেতর। আমার বিরক্ত লাগল। ওরও। বললুম, নামবে।
ও কোন কথা না বলে নেমে এল।
হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ব্যথা করতে লাগল।
রাস্তা জুড়ে থিক থিক করা বাসের খোঁচায়ছিঁড়ে গেল, আমার হাত। ওর শাড়ি।
ওর শাড়ি ছেঁড়া আমার যথারীতি ভালো লাগল না।
বললুম, তোমার ডানা দুটো বের কর তো, উড়েউড়ে চলে যাই।
ও বলল, না। তার চেয়ে বরং নৌকা করে যাই। দাঁড়বাইতে বাইতে।
আমি ব্যাগ খুললাম। বার করলাম, ছোট্ট একটা কাগজেরনৌকা আর দুটো প্লাস্টিকের দাঁড়।
ফেয়ারলিতে এসে সেটা ভাসিয়ে দিলাম জলে। জলেনামানোর আগে ওকে বললাম, ছোঁয়াও তোমার ঠোঁট। ও ঠেকাল। আর দেখতেদেখতে সেটা বিরাট পাল তোলা পানসি হয়ে গেল।
আমরা তাতে চেপে বসলুম।
চেপে বললুম, কোনদিকে যাবে?
ও বলল, যে দিকে দু'চোখ যায়।
আজ তো আমার অফিস নেই। ওর ও নেই বাড়ি নেইফেরার তাড়া। সুতরাং 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব নিয়ে আমি বললাম,বঙ্গোপসাগর।
নৌকা ছুটল পানসিরই বেগে। আমার হাতে ধরা হাল। ওবাইছে দাঁড়। কিছুক্ষণ পর ও বলল, হাত ব্যথা করছে।
আমি দাঁড়ে বসলুম।
দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। রাত ন'টার পরউঠল মরা সন্ধ্যের আধ ফোটা চাঁদ।
ও বলল, শোনো আর এগোনোর দরকার নেই। এই মাঝনদীতেই কাটাই রাত। আমি তো এক পায়ে খাড়া। দাঁড় বেয়ে বেয়ে আমারহাত ব্যথা করছিল।
গুঁড়ি মেরে মেরে চাঁদ এক সময় চলে গেল মেঘেরওপারে। তখনও আমরা শুয়ে খোলা আকাশের মত উদার বেশে। ওর নাকে জমছিলঘাম। কপালে, ঘাড়ে, চুলের আগায়।
আমার তেষ্টা পেয়েছিল।
আমি চেটে চেটে খেলাম ওর ভালো লাগা।
এমন সময় ও বলল, চল সূর্য ওঠার আগেই চলে যাই।
বেরিয়ে পড়লাম।
ক্রমে রোদ বাড়তে লাগল। জোর। সূর্য পুড়ে যেতে লাগলআমাদের শরীরে। আগুনের হল্কার মত বুনো বাতাস সেঁকে দিচ্ছিল চামড়া।আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ওরও।
আমি ওকে বললাম, আর ভালো লাগছে না। ও-ও তাই বলল।বললুম, বের করো তোমার ডানা দুটো।

ডানা মেলে উড়ছে ও। আমি শুয়ে আছি ওর ডানা দুটোরওপর। আবেশে বুজে যাচ্ছিল চোখ।
এক ঘণ্টার পর ও বলল, আমার কষ্ট হচ্ছে। নেমেযাও।
আমি বললুম, সে কি এই মাঝ সমুদ্রে নামলে আমি তো মরেযাব।
ও বলল, আমি তার কি জানি। আমার কষ্ট হচ্ছে, আমিএইটুকু বুঝি।
আমি পড়লাম ঝামেলায়। মাসে একবারই মাত্র কাগজেরনৌকা পানসি হয়।
আর আমি তো আজই তাকে হ্যাটস্ অফ করে বলেদিয়েছি, আর তোমার দরকার নেই। যেখানে খুশি যেতে পারো। সেও তাই চলেগেছে।

আমি মরতে একদম ভালোবাসি না। তাই বললুম, আমাকেঅন্তত ডাঙ্গায় নামিয়ে দাও।
ও বলল, বারে সে কি করে সম্ভব?
আমি বললাম, কি বলছো তুমি? এখানেই নামিয়ে দেবেআমাকে? এখনই?
তোমারকি মন বলে কিছু নেই? রাগে-দুঃখে শোকে-অভিমানে মুখে যা এল তাই বলে গেলাম।ও কিছু বলল না, শুধু ঝেড়ে ফেলল ওর ডানা। আর আমি পড়ে গেলাম।
পড়ছি পড়ছি আর পড়ছি। বুঝলুম, বাঁচার আশা নেই।তবু মনে মনে বললাম, যদি বাঁচি তবে ওর নামই আর মুখে আনবো না।

পড়তে পড়তে ধাক্কা খেলাম একটা মেঘের কিনারে। ভিজেগেল আমার সর্বাঙ্গ। মেঘ বলল, কানা নাকি! কিচ্ছু দেখতে পাওনা, জলে কম পড়লে সরকার কি আমাকেছাড়বে, মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে না!
আমি অনেক কাকুতি-মিনতি করে গলালাম মেঘের মন।তারপর নিবেদন করলাম মনের কথা, আমাকে যদি একটু নামিয়ে দাও।
---কোথায়?
---১৩ এ ফরডাইস লেনে।
---মেঘ বলল, আমার তো শিয়ালদা যাওয়ার কথা না। আমিযাচ্ছি রাইটার্স।
আমি বললাম, তাতে কি ওতেই হবে। বাকিটা হেঁটে মেরেদেব।
মেঘ বলল, কেন ট্যাক্সি করে চলে যেও, নিদেন পক্ষেবাসে।
আমি বললাম, আমার পয়সা নেই।
---কেন?
---বউ নিয়ে পালিয়েছে।
মেঘ বলল, তোমরা মানুষরা সব এক একটা বুদ্ধু। ব্যাটাযক্ষকে দেখেছিলাম, কি সব হিজিবিজি লিখে পাঠাত আমাকে দিয়ে দূত করে।মেয়েছেলেটা সেসব নিত, কিন্তু পড়ত না। আর ঢুকে যেত অন্যের লেপেরতলায়।
আমি বললাম, যা, তুমি বানিয়ে বলছ, কালিদাস লিখেছেন।মেঘ, জোর ধমকে উঠল, কালিদাস, সেই মহামুখ্যুটা। ওর বউ তো ওকেপ্রথম দিন মশারিতেই ঢুকতে দেয় নি। সে ব্যাটার আবার লেখা।
আমার কিছু বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বললাম না যদি রেগেনামিয়ে দেয়।
মেঘ উড়ে চলল, ভাঙ্গর, গোসাবা, বাসন্তী হয়েনারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে।
এলাম ক্যানিংয়ে। মেঘের পিঠ থেকে নেমে ঘড়ি বেচেকিনে নিয়ে এলাম চিংড়ির মালাইকারি। খানিকটা খেয়ে দিলাম মেঘকে। মেঘ খেলতরিবৎ করে, তারপর চলল উড়ে।
উড়ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম আর্তনাদ।
গলাটা চেনা চেনা মনে হল।
বুঝলাম, হিমিকার।
আমি ভয় পেলাম। চাইলাম পালাতে। যারা ভয় পায়তারাই পালায়।
আমিও পালালাম। মেঘকে বললাম, চলো, জোরে উড়ে।
মেঘ উড়ছে কনকর্ডের বেগে। এমন সময় উড়তে উড়তেচলে এল হিমিকা। দেখি তার একটা ডানা ভাঙ্গা। আমাকে দেখেই হিমিকা বলল,শোন না আমি ভীষণ অনুতপ্ত। তোমার কথা ভেবে ভেবেই ভেঙ্গে গেছে আমার ডানা।
আমি ঠিক করলাম, ভোলা চলবে না ওর ছলাকলায়। মেঘওদিল একই পরামর্শ।
সে বলল, খবরদার ভুলো না ওর কথায়। আমি তো গোটাপৃথিবী ঘুরেছি। দেখেছি সব ধরণের মেয়েই। লণ্ডনে, প্যারিসে, নিউইয়র্কে,মস্কোয়, পণ্ডিচেরিতে। গিয়েছি লোকেদের বিছানায়। কিন্তু সোনাগাছি ছাড়াআর কোন জায়গায় সৎ মেয়ে দেখিনি। ওর কথায় আমি সায় দিলাম। মেঘ চললউড়ে।
হিমিকার গলা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এল।কলকাতার কাছে চলে এসেছি, এমন সময় আমার মনে হল, হিমিকার কাছে যাওয়া উচিত।
মেঘকে জানালাম ইচ্ছাটা।
মেঘ বলল, খেপেছো, তুমি ব্যাটা নির্ঘাৎ ডুববে। খবরদারভুল করো না।
আমি বললাম, না না মাথা খারাপ।
আমার কোন দুর্বলতাই আর ওর প্রতি নেই। কিন্তুমানবিকতা বলে একটা কথা আছে না।

মেঘকে বহু কষ্টে রাজি করিয়ে ফেললাম।
আমাকে দেখেই হিমিকা জড়িয়ে ধরল আমার গলা।
মেঘ উড়ছে। হিমিকা শুয়ে আছে আমার গলা ধরে। দুপুরবেলায় পেয়ে গেল আমার ক্ষিধে। বললাম, হিমিকাকে, চলো খেয়ে আসি।
হিমিকা আদুরে গলায় বলল, আমি যাবো না। তুমি আমারজন্যে টি আর তরকা কিনে এনো। মেঘকে বললাম, তুমি কিছু খাবে না।
মেঘ বলল, গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে। আমার জন্য একটাকোল্ড ড্রিঙ্কস এনোতো!
আমি বললাম, কোন ব্রাণ্ড। কোকাকোলা না জর্জফার্নাণ্ডেজ?
মেঘ উত্তর দিল, যা হোক কিছু একটা হলেই চলবে।
ভাত খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে ফিরে দেখি হিমিকাশুয়ে আছে মেঘের গলা জড়িয়ে। আমি ভয়ংকর ক্ষেপে গেলাম। তেড়ে গেলামহিমিকার দিকে।
হিমিকা বলল, সাবধান, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, নারীওবীরভোগ্যা। তোমরা ডুয়েল লড়ো, যে জিতবে সেই পাবে আমাকে।
কথাটা শুনেই মেঘ এল আমার দিকে আস্তিনগুটিয়ে তেড়ে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মেঘ তুমি না এতক্ষণ আমাকেমেয়েদের নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিলে।
মেঘ বলল, সে তো তোমাকে দিয়েছিলাম, আমাকে তো দিইনি।
আমি বুঝলাম, কোন কথা বলে লাভ নেই। তাই চুপমেরে গেলাম, আর এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, একটু পরেই আসবেকলকাতা। আর সেখানে দেখা হবে ঝাঁক ঝাঁক ঝকঝকে প্লেনের সঙ্গে। আরপ্লেন দেখেই হিমিকা মেঘকে ছেড়ে উঠে যাবে, একটা না একটার পিঠে।
তখন ব্যাটা মেঘ বুঝবে কত ধানে কত চাল।
এই ভেবে আমার মনে বেশফুর্তি এল আর আমি শিস দিয়ে হাঁটতে লাগলুম, শিয়ালদায়, আমার মেসেরদিকে।